সর্বহারা বিপ্লবী দল ও কর্মীদের ভূমিকার কয়েকটি দিক

বিপ্লবী দলের অভ্যন্তরে ও বাইরে সর্বদিক ব্যাপ্ত করে দলের নেতা ও কর্মীদের জটিল ও দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যৌথজ্ঞান জন্ম লাভ করে এবং তারই সর্বোত্তম ব্যক্তিকৃত প্রকাশ হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষের অভ্যুত্থান ঘটেছে। তাঁর প্রদর্শিত পথ ও সংগ্রাম অনুসরণ করেই আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভারতবর্ষে সর্বহারা বিপ্লবী দল হিসাবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর আবির্ভাব ঘটেছে।

একদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, অপরদিকে শোষিতশ্রেণি — অর্থাৎ, বুর্জোয়াশ্রেণি ও শ্রমিকশ্রেণির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতই হচ্ছে আজকের সমাজের মূল দ্বন্দ্ব। এই মূল দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই প্রগতির পথ নির্দেশিত হচ্ছে। এই মূল সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় অর্জনের অর্থ হল, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জায়গায় সর্বহারা গণতন্ত্র এবং বুর্জোয়া একনায়কত্বের জায়গায় সর্বহারা একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা। উৎপাদন-শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য-নীতিনৈতিকতা সমস্ত ক্ষেত্রে এই যে বুর্জোয়া ও সর্বহারার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই, এটাই হল আজকের সমাজে বহু দ্বন্দ্বের মধ্যে মূল দ্বন্দ্ব — যে দ্বন্দ্বের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই আমার ব্যক্তিচেতনা তথা তার অস্তিত্বই আবর্তিত হচ্ছে। তাই আমার চেতনা, আমার প্রয়োজনের উপলব্ধি যখন শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির প্রশ্নটির সাথে, শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির প্রয়োজনের উপলব্ধির সঙ্গে একাত্ম হয় — একমাত্র তখনই আমি বিপ্লবী।

সো আই একজিস্ট ইন রিভোল্ট এগেইন্‌স্ট্ দি বুর্জোয়াজি, এগেইন্‌স্ট্ দি একজিস্টিং সোসাইটি — অর্থাৎ, বুর্জোয়াশ্রেণি ও প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করেই আমি বেঁচে আছি এবং এই লড়াই কেবলমাত্র রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, ঘরে-বাইরে, সংস্কৃতিতে, নৈতিকতায়,

রুচিতে, আচরণে — সর্বত্র চলে এই লড়াই। আমার ভাললাগা, আমার রুচি, যা বিপ্লবের পরিপূরক, যা শ্রমিক বিপ্লব ও তার মুক্তির পরিপূরক, যা উৎপাদনকে, শিল্পকে, সাহিত্যকে, বিজ্ঞানকে বুর্জোয়া 'প্রি-কনসেপশন' থেকে মুক্ত করার পরিপূরক — তার সাথে বুর্জোয়ার উপলব্ধি, তার সংস্কৃতি, তার সৌন্দর্যবোধ, তার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে ধারণা, ভালবাসার ধারণা, যৌন স্বাধীনতার ধারণা সম্পূর্ণ বিরোধাত্মক। এই হল বিপ্লবীর অদ্ভুত অবস্থান। তাহলে বিপ্লবী অবস্থানই করছে শ্রেণিসংগ্রামের তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে। বিপ্লবীর অবস্থানই এইরকম। ... যেহেতু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় আমরা বাস করছি, সেহেতু এখানে আমার 'ইগো' বা অহমের সাথে, আমার 'সুপার ইগো', অর্থাৎ, আমার চেতনসত্তার বা বিবেকের সর্বদা দ্বন্দ্ব-সংঘাত আছে। ... একজন বুর্জোয়া শ্রেণিচিন্তাসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যেও এই 'ইগো' ও 'সুপার ইগো'র, অর্থাৎ অহম ও বিবেকের দ্বন্দ্ব আছে। তার ইগো হচ্ছে, এই সমাজ পরিবেশ থেকে উদ্ভুত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, আর তার সুপার ইগো হচ্ছে, পুঁজিবাদের সামগ্রিক স্বার্থবোধ — এগ্রিগেট ইন্টারেস্ট অফ ক্যাপিটালিজম, যা তাকে 'ন্যাশনালিস্ট ও হিউম্যানিস্ট' — জাতীয়তাবাদী ও মানবতাবাদী করে তুলেছে। এই দু'য়ের মধ্যেও সংঘাত আছে। ব্যক্তিমালিকের ব্যবসার প্রয়োজন, আবার, বুর্জোয়া শ্রেণিস্বার্থের সামগ্রিক প্রয়োজনবোধ — এই হল বুর্জোয়া ব্যক্তির মধ্যে তার ইগো ও সুপার ইগোর দ্বন্দ্ব। ... শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে একজন যখন বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় — সে বুর্জোয়া সমাজে বাস করছে বলে, বুর্জোয়াশ্রেণি ও সর্বহারাশ্রেণির মূল দ্বন্দ্বের মধ্যে বাস করছে বলে, এই বিপ্লবী চেতনাই তার সুপার ইগোর রূপ নেয়। কিন্তু সকল মানুষের 'সুপার ইগো' তো বিপ্লবী চেতনা নয়। একজন সাধারণ মানুষ যে বিপ্লবী হয়নি, তার মধ্যেও ইগো ও সুপার ইগো আছে — বিবেক ও প্রবৃত্তির লড়াই আছে, অর্থাৎ ভাল-মন্দ বোধ আছে। কোন একটা কাজ, মন তার করতে চায়, আবার সে মনে করে — না, এটা খারাপ, করা উচিত নয়। এই যে তার মন একটা কাজ করতে চাইছে, একটা প্রবণতা নানা জিনিসকে কেন্দ্র করে আসছে, যেটা তার বিবেক তাকে করতে নিষেধ করছে, এটা আসছে তার প্রবৃত্তি থেকে — তার ইগো বা অহম থেকে আসছে। আর একটা হচ্ছে তার সমাজচেতনা, যেমন করে যতটুকু এটা সে আয়ত্ত করেছে, যে বলছে, না এটা করোনা, — এটাই তার সুপার ইগো বা বিবেক। ... তার সমাজচেতনার এই 'ক্যাটিগরি'কে, বিশেষ এই পরিধিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এর মধ্যে দু'রকমের ভাবনাই মিলেমিশে আছে। হয় তা পুরোপুরি বুর্জোয়া ভাবনা-ধারণা, না হয় পুরোপুরি সর্বহারাশ্রেণির বিপ্লবী ভাবনা-ধারণা, অথবা

বুর্জোয়া ও বিপ্লবী উভয় ভাবনা-ধারণার একটা অদ্ভুত জগাখিচুড়ি হয়ে আছে তার মধ্যে। অর্থাৎ, বুর্জোয়া চিন্তার কিছুটা প্রভাব, বিপ্লবী চিন্তার কিছুটা প্রভাব — এই নিয়ে তার সুপার ইগো বা বিবেকের গঠন।

... এইভাবে আপনার ইগো ও সুপার ইগোর মধ্যে সবসময়ই দ্বন্দ্ব আছে। অর্থনীতিক্ষেত্রে উৎপাদন ও বণ্টনকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দ্বন্দ্বের এতটুকু বীজ যতদিন সমাজে থেকে যাবে, ততদিন — যাকে আমরা বলছি ব্যক্তিসত্তা, অবচেতন মন, ব্যক্তি মানসিকতা, 'ইনডিভিজুয়াল সাইকোলজি' ইত্যাদি বিষয়ও (ফেনোমেনন) — সমাজ থেকে দূর করা যাবে না। সুতরাং আজকের সমাজে আপনার ও সকল মানুষেরই অহম বা ইগো গড়ে উঠেছে কমবেশি হয় বুর্জোয়া ভাবাদর্শের, না হয় শ্রমিকশ্রেণির ভাবাদর্শের প্রাধান্যে, অথবা উভয় ভাবাদর্শের প্রভাবই তার মধ্যে মিলেমিশে আছে।

সর্বহারাশ্রেণির বিপ্লবী দল গড়ে তোলার সংগ্রাম, দলের গঠন ও কার্যকলাপ পরিচালনার প্রক্রিয়া

একটি বিপ্লবী দল গড়ে তোলা কোনও দেশে সর্বহারা বিপ্লব সংগঠিত করার একটি আবশ্যিক প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত।

...এখন একটি দল শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী দল কি দল নয় — এই জটিল বিচারটি করব আমরা কীসের সাহায্যে ? লেনিন আমাদের শিখিয়েছেন, 'উইদাউট এ রেভলিউশনারি থিওরি দেয়ার ক্যান বি নো রেভলিউশন' — একটি বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব হতে পারে না, এবং এইজন্যই 'উইদাউট এ রেভলিউশনারি থিওরি দেয়ার কানট্ বি এনি রেভলিউশনারি পার্টি' — একটি বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া একটি সত্যিকারের বিপ্লবী দল গড়ে উঠতে পারে না। লেনিন যখন বলেছেন, রেভলিউশনারি থিওরি (বিপ্লবী তত্ত্ব), তখন তিনি একটি দলের শুধু রাজনৈতিক প্রোগ্রাম এবং পলিসি বোঝাতে চাননি, তিনি বিপ্লবী তত্ত্ব বলতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃক 'কভারিং অল অ্যাসপেক্টস্ অফ লাইফ', অর্থাৎ, জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারণাগুলিকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে 'কো-অর্ডিনেট' (সংযোজিত) করে একটি পুরো 'এপিস্টেমোলজিক্যাল ক্যাটিগরি'কেই, অর্থাৎ জ্ঞানের পরিমণ্ডলকেই বোঝাতে চেয়েছেন।

তাহলে, কোনও দল বিচারের ক্ষেত্রে প্রথমত, দলটির বিপ্লবী রাজনৈতিক তত্ত্বটিকে বিচার করে দেখতে হবে। দেখতে হবে, যে রাজনৈতিক তত্ত্বটিকে তারা বিপ্লবী বলে প্রচার করছে তা আসলে বিপ্লবী কি না, অর্থাৎ তাদের বিপ্লবী তত্ত্বটি আমাদের সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরে বিপ্লবের যে জটিল প্রক্রিয়াটি চালু

রয়েছে তার যথার্থ ও বাস্তব প্রতিফলন কি না। দ্বিতীয়ত, দেখতে হবে, দলটির আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজস্ব কোনও বিশ্লেষণ আছে কি নেই, এবং যদি থাকে তাহলে সেটি যথার্থ মার্কসবাদসম্মত বিশ্লেষণ কি না। তৃতীয়ত, এগুলো দেখার সাথে সাথে দল বিচারের ক্ষেত্রে আরও দেখতে হবে, প্রতিটি ঘটনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেই দলের বিচারধারা বা 'মেথডলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ' কী এবং দলের মূল রণনীতি, প্ল্যান, প্রোগ্রাম এবং সংগ্রাম পরিচালনার কৌশল কোন শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। চতুর্থত, দেখতে হবে, সেই দলের নেতা ও কর্মীদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আচরণ ও চলবার রীতিনীতি কোন শ্রেণির সংস্কৃতিগত মান প্রতিফলিত করছে। এখানে মনে রাখতে হবে, নেতা ও কর্মীদের পরস্পরের মধ্যে ও জনতার সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি ও যুক্তিহীন আচরণে প্রশ্রয়দান, নানা বুর্জোয়া কুসংস্কারের প্রভাব, অন্ধতা, একগুঁয়েমি, উচ্ছৃঙ্খলতা, হামবড়া ভাব (ইগোসেন্ট্রিসিজম), মিথ্যা বলার অভ্যাস—এগুলো থাকলে বুঝতে হবে, বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রভাব দলের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে পুরোমাত্রায় বর্তমান। ... সেই দলের চিন্তা ও বিচারপদ্ধতি এবং দলের নেতা ও কর্মীদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের মধ্যে সংস্কৃতিগত মান যা তাঁরা প্রতিফলিত করছেন, তাকেও বিচার করে দল সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। কারণ, মনে রাখতে হবে, বুর্জোয়া মানবতাবাদ থেকে উন্নততর সাংস্কৃতিক মান, অর্থাৎ সর্বহারা সংস্কৃতিগত মান অর্জন করা ব্যতিরেকে এই তত্ত্ব সম্পর্কে বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার প্রয়োগও সঠিক হতে পারে না। ... মার্কসবাদকে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তার বিপ্লবী তত্ত্বগুলিকে ক্রমাগত সম্প্রসারিত (ইলাবোরেট), ও বিশেষীকৃত (কনক্রিটাইজ) করা এবং তার দ্বারা মার্কসবাদকে বিকশিত (ডেভেলপ্) করতে না পারলে কোনও দেশেই যথার্থভাবে বিপ্লব সংগঠিত করা সম্ভব নয়। .... আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও দল বিচারের সময় খেয়াল রাখতে হবে। দেখতে হবে, পার্টিটি কী পদ্ধতিতে, কোন ধরণের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এবং তার নেতৃত্ব সম্বন্ধে ধারণাটি কী ? সেটি কি পেটিবুর্জোয়া পার্টিগুলির মতোই গণতান্ত্রিক (ফর্মাল ডেমোক্রেটিক) নেতৃত্বের ধারণা, নাকি গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ, অর্থাৎ প্রোলেটারিয়ান গণতন্ত্র ও একেন্দ্রীকরণের নীতির সংমিশ্রণের (ফিউশন) মারফৎ গড়ে ওঠা সেটি একটি যৌথ নেতৃত্বের ধারণা। সুতরাং একটি বিপ্লবী দল গড়ে তোলার জন্য তিনটি প্রাথমিক শর্ত পূরণ করা দরকার। প্রথমত, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে আদর্শগত কেন্দ্রিকতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা। ... এই আদর্শগত কেন্দ্রিকতা পার্টির অভ্যন্তরে একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভিত্তি করে,

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে ভিত্তি করে, শুধু অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত দিককে ব্যাপ্ত করে (কভারিং অল অ্যাসপেক্টস্ অফ লাইফ), সমচিন্তাপদ্ধতি, সমচিন্তা, সমবিচারধারা, সমউদ্দেশ্যমুখীনতা (ওয়ান প্রসেস অফ থিঙ্কিং, ইউনিফর্মিটি অফ থিঙ্কিং, ওয়াননেস ইন অ্যাপ্রোচ এবং সিঙ্গলনেস অফ পারপাস) গড়ে তোলার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। এ জিনিস গড়ে তুলতে পারলেই পার্টির অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রোলেটারিয়ান গণতান্ত্রিক নীতি চালু হয়েছে বুঝতে হবে। ... সর্বহারা গণতন্ত্র — যৌথ মালিকানা, উৎপাদন এবং বণ্টনের ওপর যৌথ কর্তৃত্ব এবং সর্বহারা জীবনযাত্রা, অর্থাৎ, যৌথ জীবনযাত্রা পদ্ধতিকে প্রতিফলিত করছে (রিফ্লেক্টিং কালেকটিভ ওনারশিপ, কালেকটিভ কন্ট্রোল ওভার প্রোডাকশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড প্রোলেটারিয়ান ওয়ে অফ লাইফ, দ্যাট ইজ কালেকটিভ ওয়ে অফ লাইফ)। এই আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ, যা দলের মধ্যে কার্যকরীভাবে সর্বহারা গণতন্ত্রের নীতিকে চালু করে, তার ভিত্তিতে দলের সাংগঠনিক কেন্দ্রীকরণ গড়ে উঠলেই তবে দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের কাঠামোটি গড়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয়ত, মনে রাখতে হবে, যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত (কংক্রিট) ধারণা গড়ে তোলার সংগ্রাম, এক অর্থে পার্টি গড়ে তোলার প্রাথমিক সংগ্রাম। ...এই যৌথ নেতৃত্বের ধারণা বলতে কী বোঝায় ? লেনিন বলেছেন, 'দলের সকল সদস্যের যৌথজ্ঞানই হচ্ছে যৌথ নেতৃত্ব (কালেক্টিভ নলেজ অফ অল দি মেম্বারস অফ দি পার্টি ইজ কালেকটিভ লিডারশিপ)। অর্থাৎ, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়েই নয়, জীবনের প্রতিটি সমস্যা সম্পর্কে পার্টির সমস্ত সদস্যের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান (কালেকটিভ নলেজ) গড়ে ওঠে, সেই যৌথজ্ঞানের বিশেষীকৃত রূপে প্রকাশ (কংক্রিট ফর্ম অফ এক্সপ্রেশন) হচ্ছে যৌথ নেতৃত্ব। ...একমাত্র তখনই যৌথ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব যখন পার্টির সমস্ত নেতা ও কর্মীর চিন্তা-ভাবনা ও দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান গড়ে ওঠে সেটা 'হ্যাজ বিন পারসোনিফায়েড অ্যাণ্ড কংক্রিটাইজড' — অর্থাৎ, একজন নেতার মধ্য দিয়ে এই যৌথ নেতৃত্বের সর্বোত্তমরূপে ব্যক্তিকরণ ঘটেছে। কারণ, দলের নেতা ও কর্মীদের চিন্তা-ভাবনা ও অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান দলের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠে, সেই নেতৃত্ব, অর্থাৎ 'অথরিটি'-র ধারণা, কোনওমতেই বিমূর্ত (অ্যাবস্ট্রাক্ট) হতে পারে না। আর, এইজন্যই যৌথ নেতৃত্বের অভ্যুত্থান ঘটেছে, একথার বাস্তব প্রমাণ হল যে, সেক্ষেত্রে কোনও না কোনও একজন নেতার মধ্য দিয়ে এই যৌথজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠরূপে ব্যক্তিকরণ

(পারসোনিফিকেশন) ঘটেছে। ... দলের সম্মিলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কোন একজন নেতার মধ্য দিয়ে যখন এইভাবে 'বেস্ট ওয়ে'তে পারসোনিফায়েড (সর্বোত্তমরূপে ব্যক্তিকরণ) হয়, নেতৃত্বের বিকাশের একমাত্র সেই স্তরেই দলের অভ্যন্তরে 'গ্রুপইজম' এবং নেতৃত্বের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ব্যক্তিনেতৃত্ব ও বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে খতম করা সম্ভব এবং দলের অভ্যন্তরে এই অবস্থার উদ্ভব হলেই একমাত্র বলা চলে যে, দলটি প্রোলেটারিয়ান গণতন্ত্রের নীতিকে চালু করতে এবং যৌথ নেতৃত্বের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে। ... পার্টি কর্মী ও নেতাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভিত্তি করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান গড়ে ওঠে, সেটাই পথনির্দেশ (গাইডলাইন) হিসাবে প্রতিটি কর্মী ও নেতার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। আবার, এই যৌথজ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে বাস্তবে সামাজিক জীবনে তাকে প্রয়োগ করতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি নেতা ও কর্মীর অভিজ্ঞতার সাথে যৌথজ্ঞানের যে প্রতিনিয়ত সংঘাত ঘটে, তার দ্বারা আবার এই যৌথজ্ঞান সমৃদ্ধ হয় এবং নেতা ও কর্মীদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও রুচির মানও ক্রমাগত উন্নত হতে থাকে। .... তৃতীয়ত, দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নেতা ও কর্মীদের এই নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একদল 'প্রফেশনাল রেভলিউশনারি'র (জাত বিপ্লবীর) জন্ম দিতে হবে। মার্কসবাদের পরিভাষায় এই প্রফেশনাল রেভলিউশনারি বলতে পয়সার বিনিময়ে 'হোলটাইম ওয়ার্কার' (সর্বক্ষণের কর্মী) বোঝায় না। প্রফেশনাল রেভলিউশনারি হল শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামী সচেতন অংশের সেই অংশ, যাঁরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, 'কভারিং অল অ্যাসপেক্টস্ অফ লাইফ' একটা 'সোস্যালিস্ট মুভমেন্ট' গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী আদর্শকে এমনভাবে জীবনে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে, যার ফলে ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজন, নানাবিধ সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতির ঊর্ধ্বে উঠে নিঃসংশয়ে, নির্দ্বিধায় ও আনন্দের সাথে বিপ্লবী জীবনের সংগ্রামের বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ায় তাঁরা সবসময়ই লিপ্ত থাকতে সক্ষম এবং সমস্ত ব্যাপারে, এমনকি ব্যক্তিগত ব্যাপারেও আনন্দের সাথে বিপ্লবের স্বার্থে পার্টির কাছে নির্দ্বিধায় 'সাবমিট' করতে সক্ষম। একমাত্র এই 'প্রফেশনাল রেভলিউশনারি'দের মধ্য থেকেই যদি পার্টির নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীরা আসে, তাহলেই একটি পার্টি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টির যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।...

একমাত্র এস ইউ সি আই ছাড়া আমাদের দেশের মার্কসবাদী বলে দাবিদার

অন্যান্য দলগুলির কোনওটিই যে সর্বহারার যথার্থ বিপ্লবী দল হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি, তার কারণ হল, এরা সকলেই সর্বহারার বিপ্লবী দল গড়ে তোলার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সংগ্রাম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। 'শুধু রাজনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য মার্কসবাদ' — এভাবে মার্কসবাদকে গ্রহণ করলে বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তিনটি সূত্র মুখস্থ করে ফেলতে পারলে, তার দ্বারাই কেবলমাত্র কেউই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হতে পারে না।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, পার্টির অভ্যন্তরে সর্বহারা গণতন্ত্র চালু করার বাস্তব অবস্থা একমাত্র তখনই সৃষ্টি হতে পারে, যখন পার্টিকর্মীদের চেতনার মান এমন একটা ন্যূনতম উচ্চস্তরে পৌঁছেছে, যে স্তরে পৌঁছালে সমস্ত কর্মীই, অন্তত বেশিরভাগ কর্মী, তাদের চিন্তাকে স্পষ্ট ও বোধগম্যভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম, অর্থাৎ মতবিনিময়ের (ইন দি ফর্ম অফ ডায়ালগ) মাধ্যমে তারা পার্টির অভ্যন্তরে তর্কবিতর্ক এবং আদর্শগত সংগ্রামে কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম। তত্ত্ব বিচারের ক্ষেত্রে এরূপ ন্যূনতম ক্ষমতা অর্জনের প্রধান শর্ত হচ্ছে, বাস্তব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কর্মীদের উন্নততর সাংস্কৃতিক মান অর্জন। এটা সম্ভব হলেই একমাত্র নেতাদের সাথে পার্টিকর্মীদের তত্ত্ব বিচারের ক্ষেত্রে আদর্শগত সংগ্রাম যথার্থই বাস্তবে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের রূপ নিতে পারে। কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক মান এমন একটা ন্যূনতম উচ্চস্তরে না পৌঁছালে নেতা ও কর্মীদের আদর্শগত আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্ক কার্যত আনুষ্ঠানিক (ফর্মাল) হয়ে পড়ে।

দলের অভ্যন্তরীণ সংগ্রামে স্টাডি সার্কেলের ভূমিকা

... স্টাডি সার্কেলের কাজ হল, পার্টিকর্মীদের যুক্তিবাদী মন গড়ে তুলতে, তত্ত্বগত সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ ও চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতাকে উদ্দীপ্ত করতে এবং জীবনে ও কর্মে তার প্রয়োগ ঘটাতে সাহায্য করা। স্টাডি সার্কেলগুলিকে নেগেটিভ ডায়ালেক্টিক্স-এর নীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে। ... নেগেটিভ ডায়ালেক্টিক্স মানে উচ্চস্বরে বা একঘেয়ে আলোচনা নয়, যা কখনই করা চলতে পারে না। ... দলের সমস্ত নেতৃস্থানীয় কমরেডদের এইসব স্টাডি সার্কেলে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। তাঁদের নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্ক, আলাপ-আলোচনা এমনভাবে করতে হবে, যাতে তর্কবিতর্ক, যুক্তি, পাল্টা যুক্তি, অর্থাৎ এককথায় চিন্তার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে আলোচনাকে পরিচালিত করা যায়। কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নত করার জন্য নেতাদের নিজেদের

মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যুক্তি বিনিময়ের দ্বারা, প্রশ্ন তোলার বিশেষ ধরনের দ্বারা এবং প্রশ্নের মধ্যে লুক্কায়িত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে তা আলোচনার ক্ষেত্রে সামনে নিয়ে এসে আলোচনার মানকে গতানুগতিক ও কেতাবি আলোচনার থেকে উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে হবে। ছকে বাঁধা বা কেতাবি আলোচনার পদ্ধতি আমাদের দল শুরু থেকেই বর্জন করেছে।

কর্মীরা যাতে সংগঠন ও জীবনের নানা সমস্যা মোকাবিলা করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে, তাদের তত্ত্বগত উপলব্ধির মান উন্নত হয় — এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমাদের দলে শুরু থেকেই একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়ায় স্টাডি সার্কেলগুলো পরিচালনা করা হয়েছে। অন্যান্য দলে কেতাবি পাণ্ডিত্যের (পেডান্টিসিজম) অভাব হবে না, কিন্তু যাকে আমরা বলি, তত্ত্বগত ক্ষমতা, সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণের গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তা ঐসব দলে পাওয়া যাবে না। সেজন্যই আমাদের দল শুরু থেকেই একটা নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করেছে — 'নেগেটিভ ডায়লেক্টিক্স'-এর পদ্ধতি। অর্থাৎ, কোনও একটা বিশেষ পয়েন্ট থেকে প্রশ্নে আসা এবং তারপর সেখান থেকে মূল বিষয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে। বাস্তবে এই নেগেটিভ ডায়ালেক্টিক্যাল প্রক্রিয়া হল, বিশেষ সত্য থেকে সাধারণ সত্যে পৌঁছাবার 'ইনডাকটিভ' প্রক্রিয়া। 'পজিটিভ ডায়লেক্টিক্স' একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। পার্টি বডিতে বা কমিটি মিটিংয়ে, যেমন কেন্দ্রীয় কমিটি, পার্টির সম্পাদকমণ্ডলী অথবা পার্টির মুখপত্রের 'এডিটোরিয়াল বোর্ডে'র সভায় আলোচনা সংক্ষিপ্ত করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য এই 'পজিটিভ ডায়লেক্টিক্স' একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদ্ধতি। ... কিন্তু স্টাডি সার্কেলগুলো এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম হিসাবে কাজ করবে যেখানে বুনিয়াদী অত্যন্ত জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, তর্কবিতর্ক করার যথেষ্ট সুযোগ প্রতিটি কমরেডকে দিতে হবে।

... এখানে আনুষ্ঠানিক আলোচনার পদ্ধতি অকার্যকরী। অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও জটিল প্রশ্ন থাকে, যার খুঁটিনাটি বিস্তারিতভাবে আলোচনার দরকার এবং তার সব বিষয় কখনই একটা বক্তৃতা ধরনের আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হতে পারে না। ফলে, কমরেডদের খোলামনে তর্কবিতর্ক করতে দাও। এই ধরনের আলোচনা পরিচালনা করা কঠিন। একজন কমরেডের বলার মাঝেই অন্য একজন কমরেড বলতে শুরু করে দিতে পারে। তাই এইসব তর্কবিতর্ক পরিচালনার জন্য এই ধরণের স্টাডি সার্কেলে নেতৃত্বের তরফ থেকে কাউকে উপস্থিত থাকতে হবে। কিন্তু ঝামেলা বা অসুবিধা এড়াবার জন্য বা আলোচনা সহজ-সরল ও 'সিস্টেমেটিক' করার নাম করে স্টাডি সার্কেলকে ছকেবাঁধা

পদ্ধতিতে পরিচালনা করা চলবে না। অবিলম্বে এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো থেকে স্টাডি সার্কেলগুলোকে মুক্ত করতে হবে। যেসব পার্টি সেন্টারে স্টাডি সার্কেল হয়, সেখানে যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব নেতারা উপস্থিত থাকবেন এবং সেটা কেবল নিজেদের মধ্যে যুক্তি-তর্ক করার জন্যই নয়, বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন এমন পদ্ধতিতে তাঁরা উত্থাপন করবেন যাতে আলোচনা প্রাণবন্ত হয়। সাধারণ কমরেডরা, যারা দলের কাজ করছে, যাদের যোগ্যতা আছে, তাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দিতে হবে। আলোচনায় অনেকসময় হয়তো তারা অবুঝের মতো অপ্রাসঙ্গিক বাজে কথা বলতে পারে, কিন্তু তবুও তাদের বলতে দিতে হবে। পুরনো কর্মীদের নিশ্চয়ই মনে আছে, স্টাডি সার্কেলে আমি কীভাবে প্রশ্নের পিছনে তাড়া করে সময় 'নষ্ট' করতাম। ... আমি বলতাম, আপনারা বলুন। হ্যাঁ, হয়তো আপনি কিছু ভুল বলবেন, তাতে কী হয়েছে ? আপনি বোকার মতো বলতে পারেন, তাতেই বা কী হয়েছে ? একজন মানুষকে বলবার ক্ষমতা শেখাতে হয়, তাকে তা আয়ত্ত করতে হয়। যারা কোনওদিন বলতে শুরু করে না, তারা কোনওদিন শেখে না। ভুল হবে মনে করে যে বলতে ভয় পায় না এবং সততার সাথে আগ্রহ নিয়ে শুরু করে — সেই একদিন বলার ভাষা খুঁজে পায়, শেখে কীভাবে নিজের বক্তব্য রাখতে হয়, সূক্ষ্ম জটিল প্রশ্ন তুলে ধরতে হয়, কোন বিষয়কে কীভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়, যুক্তিতর্ক করতে হয়। এবং এই প্রক্রিয়াতেই সে একদিন বিতর্কমূলক আলোচনাও সঠিকভাবে পরিচালনা করার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারে। হাজারো এলোমেলো প্রশ্ন ও উদ্দেশ্যহীন আলোচনার মধ্যেও আলোচনাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে পারে। এইসব ক্ষমতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। আপনাদের রাজনীতি একটা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আপনাদের এই ক্ষমতা না থাকলে, সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতার অভাব থাকলে, এই অভ্যাসটা আয়ত্তের মধ্যে না থাকলে, নিজেদের জীবনে ও আচরণে তা প্রয়োগ করতে না পারলে আপনারা সহজেই বিভ্রান্ত হবেন এবং বিপক্ষ দলের ভুল যুক্তিতেও প্রভাবিত হবেন। ... আবার অনেকসময় কোনও বিষয় সম্পর্কে আলোচনায় 'টেকনিক্যাল' বা 'ইনফর্মেটিভ' দিকগুলো নিয়েই আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ফেঁসে যাই। কিন্তু তার ভিতর থেকে যে জিনিস আমার আসল দরকার — ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে, তার রাজনৈতিক ও তত্ত্বগত চরিত্রের দিক বুঝে, সংস্কৃতিগত দিকটি উপলব্ধি করে সমস্যার সমাধানে পৌঁছানো — তা আমরা প্রায়শই পারি না। ... সেজন্যই কর্মীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্ককে গাইড করতে হবে, কিন্তু তাকে নিরুৎসাহিত করা চলবে না। শুধুমাত্র বিরক্তি এড়াবার জন্য সোজা সরল 'মেড ইজি' ধরনের

আলোচনা চালিয়ে আলোচনাকে গতানুগতিক, নেহাতই আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা চলবে না। যুক্তিতর্ক করতে করতেই বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গি উন্নত হবে, চিন্তা করার ক্ষমতাও উন্নত হবে। ... একটা 'কমপ্যাক্ট আইডিয়া', কোনও বিষয় সম্পর্কে দলের পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য উপর থেকে আগেই দিয়ে দিলে হয় কি — একটা যান্ত্রিক মন গড়ে ওঠে। নেতৃত্বকে অন্ধভাবে মানতে না চাইলেও কোন কর্মীর মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনও চিন্তা, যেটা তর্কাতর্কি করে, লড়ালড়ি করে সে গ্রহণ করল না, খানিকটা নেতার শক্তিশালী যুক্তিতে মুহ্যমান হয়ে গ্রহণ করল, তার ফলে তার সূক্ষ্মবিচার ক্ষমতা মার খায় এবং তাকে যখন স্বাধীনভাবে নিজে হাতে কাজ করতে হয়, অথবা নতুন কোনও পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে হয়, তখন অবশ্যম্ভাবীরূপে সে ভুল করে বসে এবং বিচারের ক্ষেত্রে তার ভুল হয়।

দলের মুখপত্রের লেখকদের ও নেতৃত্বকে কাজের পদ্ধতি উন্নত করতে হবে

... সর্বহারার বিপ্লবী দলের মুখপত্রের গুরুত্ব বোঝাতে লেনিন আমাদের শিখিয়েছেন, 'মুখপত্র হল' দলের 'সংগঠক' (অর্গান ইজ দি অর্গানাইজার)। এই কথাটার মানে যদি আমরা ঠিকমতো বুঝি, তাহলে মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী ও নেতৃত্বের লক্ষ রাখা উচিত যাতে মুখপত্র কেবল নিয়মিত প্রকাশিত হয় তাই নয়, লেখাগুলির মানও যাতে উন্নত হয়। এর জন্য অবশ্যকরণীয় কর্তব্য হবে, সর্বদা নানা বিষয় নিয়ে রিসার্চ করা, লেখা, আলোচনা করা, বই পড়া, পত্র-পত্রিকা পড়া ও প্রয়োজনীয় নোট নেওয়া। তাদের লেখার স্টাইলও উন্নত করা দরকার। ... পড়ার পদ্ধতিও তাদের উন্নত করতে হবে। ... বিভিন্ন বিষয় পড়ার সময় যেই তাঁরা প্রয়োজনীয় এমন কোনও তথ্য পাবেন, যা ভবিষ্যতে রেফারেন্স হিসাবে কাজে লাগতে পারে, তৎক্ষণাৎ সেটি তাঁরা নোট করে নেবেন এবং তা এমনভাবে সংরক্ষণ করবেন যাতে প্রয়োজনের সময় সেগুলো দলের কাজে লাগে। ...বহু নেতৃস্থানীয় কমরেড পর্যন্ত এইভাবে কাগজ, বইপত্র ও ডকুমেন্ট পড়েন না। ফলে নানা তথ্য ও খবরাখবর রাখার ব্যাপারে এডিটোরিয়াল বোর্ড পিছিয়ে থাকে। প্রায়শই প্রয়োজনীয় তথ্য তারা পায় না। এক্ষেত্রেও কাজের পদ্ধতি উন্নত করতে হবে। এসবই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এইসব ত্রুটিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং অবিলম্বে এগুলি দূর করা, ব্যক্তিগত আচরণ এবং যৌথ কাজের পদ্ধতি উন্নত করা — এই লক্ষ্যেই আমাদের সব শক্তি নিয়োজিত করা দরকার।

পার্টি তহবিলের গুরুত্ব

... অন্যান্য অনেক দলের তুলনায় এস ইউ সি আই আজ আর ছোট নয়। বহু রাজ্যেই আমাদের কাজ হচ্ছে। অন্যান্য জায়গাতেও নতুন নতুন সম্ভাবনা ও যোগাযোগ দ্রুত সৃষ্টি হচ্ছে এবং সারা দেশ জুড়েই আমাদের কাজকর্মের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটছে। এর জন্য কী পরিমাণ কেন্দ্রীয় অর্থ তহবিল থাকা দরকার, তা আপনারা সহজেই বুঝতে পারেন। কিন্তু আমাদের সাংগঠনিক বিস্তৃতি ও প্রয়োজন যা, সেই তুলনায় অর্থসংগ্রহ কম। অন্য সব দল, এমনকি মেকি সমাজতন্ত্রী ও মেকি সাম্যবাদী দলগুলি, যারা লাল ঝান্ডা ওড়ায়, বিপ্লবের কথাও বলে, তারা যেমন করে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে দল চালায়, আমরা কখনই সেই পথ নিইনি, নীতিগতভাবেই আমরা সেই পথ সোজাসুজি বর্জন করেছি। তাহলে দলের কাজ চলছে কী করে ? দলের বন্ধুবান্ধব, কর্মী-সদস্য ও 'রিজার্ভ হোল টাইমার'দের 'কনট্রিবিউশন', দলের কর্মীরা নিয়মিত রাস্তায় 'বক্স কালেকশন' করে যে অর্থ সংগ্রহ করে, আমাদের গণসংগঠনগুলি সময়ে সময়ে যে অর্থ দেয় — এইসব মিলিয়েই দলের কাজ চলে। ... এখন এই 'রিজার্ভ হোল টাইমার' হচ্ছেন তাঁরা, যাঁদের চাকরি ও উপার্জন সম্পূর্ণভাবেই পার্টির অধীনে এবং যাঁরা তাঁদের উপার্জনের প্রতিটি পয়সা আনন্দের সাথে স্বেচ্ছায় পার্টি তহবিলে জমা দেন। অন্যান্য সর্বক্ষণের কর্মীদের মতো এঁরাও পার্টির দেওয়া যেকোনও দায়িত্ব পালন ও কাজ করেন। কিন্তু সরাসরি পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে এঁরা 'রিজার্ভ স্টাফ' হিসাবে কাজ করেন এবং পার্টির নির্দেশানুযায়ী প্রধানত পার্টির জন্য অর্থ উপার্জনের কাজেই আনন্দের সাথে স্বেচ্ছায় নিজেদের সর্বক্ষণের জন্য নিয়োজিত রাখেন।

এছাড়া গণসংগঠনগুলিরও নিজস্ব খরচ-খরচা আছে। তাছাড়া নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মী যাঁরা কমিউনে বা পার্টি সেন্টারে থাকেন কেবল তাঁদেরই নয়, নিচুতলার বহু কমরেডদের জন্যও ডাক্তার-চিকিৎসা ও আরও কত কিছু আমাদের দেখতে হয়। নেতা-কর্মীদের যাতায়াত এবং পার্টির পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকা প্রকাশের খরচা আছে, পার্টির বহু সেন্টার, জেলা ও কিছু রাজ্যের কেন্দ্রীয় দপ্তরে নিয়মিত অর্থসাহায্য পাঠাতে হয় এবং যতদিন না তারা আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর হচ্ছে, ততদিন এইভাবে সাহায্য দিয়ে যেতে হবে। ফলে আর্থিক দায়-দায়িত্ব ক্রমাগত বাড়ছে। এখন প্রশ্ন হল, কীভাবে এই খরচ মেটানো হবে ? নিশ্চয়ই কোন ম্যাজিকে তা সম্ভব নয়। .... পার্টির আয়তনটাই এখন অনেক বিস্তৃত হয়েছে .... সেখানে যদি পার্টির বিভিন্ন সংগঠন থেকে কেন্দ্রীয় তহবিলে নিয়মিত অর্থ

না আসে, তাহলে কেন্দ্রীয় তহবিল শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে না। ... এইজন্যই প্রতিটি কর্মী, সমর্থক ও দরদিদের কাছে পার্টি আহ্বান জানিয়ে বলেছে, আপনারা প্রত্যেকে স্বেচ্ছারোপিত শৃঙ্খলা অনুসরণ করে প্রতিদিন আবশ্যিক হিসাবে, অনেকটা আচারনিষ্ঠভাবে অন্তত ১০ পয়সা করে জমাবেন এবং পার্টিতে তা জমা দেবেন। এটা হলে পার্টির কেন্দ্রীয় তহবিলে নিয়মিত মাসিক একটা অর্থ আসতে পারে। ... এই পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য দরকার স্বেচ্ছারোপিত শৃঙ্খলা, যা এমনকি 'সৎসঙ্গ'র মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্যরা পর্যন্ত চর্চা করেন। আমরা বিপ্লবীরা, দলের সমর্থক-দরদিরা কেন এ জিনিস চর্চা করতে পারব না ? ... এমনকি ধর্মান্ধরা যদি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসাবে এ জিনিস চর্চা করতে পারেন, তবে আমরা বিপ্লবীরা কেন তা পারব না ? এই পরিকল্পনার মধ্যে আর্থিক দিকটি ছাড়াও অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও আছে। সেটা হল স্বেচ্ছারোপিত শৃঙ্খলার দিক, যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। নিজেকে স্বেচ্ছায় শৃঙ্খলার দ্বারা পরিচালিত করলে তা তার কাজে, মনে, অভ্যাসে, চর্চায় ও চরিত্রে সর্বক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা আনতে সাহায্য করে। কেবলমাত্র একজন শৃঙ্খলাপরায়ণ বিপ্লবীই নিয়মিত একটা পদ্ধতি অনুসরণ করে (মেথডিক্যালি) তার কাজ করতে পারে, ঠাণ্ডা মাথায় দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং অনেক অসুবিধার মধ্যেও নিয়ম মেনে চলতে তার ভুল হয় না এবং এই পথে ক্রমান্বয়ে আরও বেশি দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। বিপ্লবী কমিউনিস্ট চরিত্রের এই মূল্যবান দিকটি আমরা কিছুতেই অবহেলা করতে পারি না।

... এখন 'ডোনেশন' ও চাঁদা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। সকল কমরেড, এমনকি নেতাদের পর্যন্ত নিয়মিতভাবে তাদের বন্ধুবান্ধব ও জনসাধারণের কাছ থেকে ডোনেশন সংগ্রহ করতে হবে। ... চাঁদার প্রশ্নে আমি লেনিনের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। লেনিন বলেছেন, একজন সদস্যের দলের প্রতি ন্যূনতম দায়িত্ববোধের পরিচয় হল, সে নিয়মিত দলের চাঁদা দেয়। এ ব্যাপারে কেউ বাদ যেতে পারে না — এটা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আবশ্যিক। লেনিন আরও দেখিয়েছেন, একজন সদস্য যে দায়িত্বই পালন করুন না কেন, তিনি যদি পরপর তিন মাস তাঁর ন্যূনতম দেয় চাঁদা না দেন, তবে তিনি আর দলের সদস্য হিসাবে বিবেচিত হতে পারেন না।

এগুলি ছাড়াও বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি বা জরুরি প্রয়োজনে পার্টি আরোপিত যেকোনও ধরনের আর্থিক দায়িত্ব স্বেচ্ছায় আনন্দের সঙ্গে বহন করার জন্য সকল সদস্য ও কর্মীদের তৈরি থাকা উচিত। এইসব কাজগুলি আমরা যদি ঠিকমতো করতে পারি, তবে আমি মনে করি, দলের সাংগঠনিক বিস্তৃতি ঘটানোর যে সুবর্ণ

সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে, আমরা তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারি।

পুরনো কর্মীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে

... আমাদের সকলকেই দরকার। যে পুরো বিপ্লবী হতে পারল — খুব ভাল, কিন্তু যে খানিকটা বিপ্লবী হল, তাকেও আমাদের দরকার। মানুষের সমাজে থাকব, সমাজের জঞ্জালের মধ্যে থাকব, তার পাঁচটা সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করব, সেই সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতে প্রতিনিয়ত জেরবার হতে থাকব, তার আঘাত আমার চারপাশে আসতে থাকবে — এরই মধ্যে সংগ্রাম করে কমিউনিস্টদের নির্বিকার নির্লিপ্ত বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করতে হবে। এ কি সোজা কথা ? এ সমাজে বিপ্লবী আন্দোলনে যারা যোগ দিতে আসে, তারা প্রথমে বুর্জোয়া মানবতাবাদী মানসিকতা থেকেই আসে, কমিউনিজমের আদর্শের প্রতি একটা আকর্ষণ, বিপ্লবের প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ নিয়েই আসে। এর অর্থ হল, বিপ্লবী হতে হলে কী হতে হবে, কী চর্চা করতে হবে — এই নিয়ে তাদের শিক্ষা শুরু হল মাত্র। কিন্তু এর দ্বারাই কি তারা সব আপনা-আপনি কমিউনিস্ট হয়ে যায় নাকি ? মার্কসবাদীরা জানে, বিষয়টা এত সোজা নয়। জ্ঞান অর্জন করা ও বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলা —সংগ্রামের মধ্যে এই দুটি দিককে যদি সমান তালে, সমান গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া না যায়, তাহলে বয়স বাড়ার সাথে সাথে নানা সমস্যা, পারিবারিক সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতে যুবক বয়সের তেজ আর তাদের মধ্যে থাকে না। এটা এ কারণেই ঘটে যে, বিপ্লব সম্পর্কে, নেতৃত্ব সম্পর্কে একসময় যত তত্ত্বগত জ্ঞানই তাদের থাকুক না কেন, এ সম্পর্কে তাদের ধারণা খুব পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল নয় — তা রক্তের সঙ্গে মিশে যায়নি। ... কিন্তু আমাদের অনেক কর্মী ভাবেন, আমি যখন বেশি কাজ করছি, তখন কেন আমি একজন পুরনো কমরেডকে মান্য করব, কেন তাকে 'দাদা' বলব ? কিন্তু তাঁরা বোঝেন না যে, ওই পুরনো কমরেডটি যদি আমাদের একেবারে ছেড়ে চলে যান, তবে লোকসানটা হবে কার ? আপনি বিপ্লব করবেন, সমাজতন্ত্র কায়েম করবেন, তাহলে একজন পুরনো কমরেড — যে একটু দাদা বলে সম্মান দেওয়ার বিনিময়ে — আপনার সামান্য হলেও কিছু কাজ করে দিচ্ছে, তাঁকে আপনি সম্মান দিতে অস্বীকার করলে আপনার শক্তিই তো তাতে খর্ব হবে। ... অন্যদিকে ঐসব পুরনো কর্মীদের বলব, আপনারাও উদ্যোগ বাড়াতে চেষ্টা করুন। চেষ্টা করেও যদি দেখেন দলকে সীমিতভাবে সাহায্য করা ছাড়া অন্য কোনও কাজ আপনারা করতে পারছেন না, তাহলে আপনারা, যাঁরা একসময়ে সংগ্রাম করে পার্টিকে গড়েছেন, তাঁরা নতুন নতুন নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সাহায্য করুন। ...

তাদের পথ আটকাবেন না, তাদের সামনে আসতে দিন। আবার আপনারা আপনাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি দিয়ে, যেসব নতুন কর্মীর উৎসাহ আছে, ত্যাগ করবার ক্ষমতা আছে, মার খাওয়ার তেজ আছে, যারা এখন সর্বপ্রকার আন্দোলনের মাঝে রয়েছে, তাদের সাহায্য করুন। ... আবার যারা নতুন লড়ছে, তাদের কাজ হবে, পুরনো কর্মীদের সম্মান দিয়ে সাথে নিয়ে চলা, না হলে তাদেরই সবচেয়ে বড় লোকসান। প্রথমত, তারা বহু পুরনো অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হবেন। দ্বিতীয়ত, এইসব পুরনো কর্মীরা এই ধরনের আচরণে প্রথমে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে, দুঃখিত হয়ে বসে যাবেন। তারপর হয়তো দেখা যাবে, ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শত্রুতে পর্যবসিত হচ্ছেন, যা দলের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সুতরাং আমাদের সকল নেতার, সকল কর্মীর কাজ হচ্ছে, তাঁদের অর্থাৎ পুরনো কমরেডদের আমাদের সাথে আন্দোলনের মধ্যে ধরে রাখা। আর পুরনো কমরেডদের চেষ্টা হবে, 'পারছি না, পারছি না' করে নিজেদের আরও দুর্বল না করা।

নেতাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে

... এই সমাজ থেকে আসা মানুষগুলোই, দেখা যাবে, একদিকে কমিউনিস্ট হওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন, বিপ্লবী হওয়ার জন্য সংগ্রাম করছেন, ত্যাগ স্বীকার করছেন, জেলে যাচ্ছেন, অত্যাচার সহ্য করছেন, কষ্ট স্বীকার করছেন, কমিউনিজমের কথা বলছেন, আদর্শসম্মত জীবনযাপন করার চেষ্টা করছেন। আবার সাথে সাথে এই সমাজ পরিবেশের ব্যক্তিস্বার্থবোধ, অহম, মিথ্যা মর্যাদাবোধ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে না পারার ফলে এগুলোর শিকার হচ্ছেন এবং অনেক সময় ঠিক উল্টো আচরণ করছেন। ব্যক্তিস্বার্থবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আচরণ করছেন, রেষারেষি করছেন, ঈর্ষায় প্রভাবিত হচ্ছেন। এইসব নানা বদ জিনিস তাদের মধ্যে দেখা দেয়। ... এগুলো সব পেটিবুর্জোয়া চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি — সঠিক বিপ্লবী সচেতনতার অভাবের লক্ষণ। ... আমরা কোনও একজন বিশেষ নেতার জন্য পার্টি করি না। পার্টি একটি নৈর্ব্যক্তিক (ইমপারসোনাল) সত্তা। বিপ্লবের সঙ্গে আমার একাত্মতার জন্যই আমি পার্টিতে যোগ দিয়েছি। ... বিপ্লবী চেতনার অভাব দূর করার জন্য আমাদের প্রতিনিয়ত একত্রে আলাপ-আলোচনা, চর্চা, একত্রে চলা-বসা, একত্রে কাজ ও সংগ্রাম করতে হবে। ... বিপ্লবী বিজ্ঞানের একটা মহামূল্যবান শিক্ষা হল, ছোট হয়ে বড় হও। প্রত্যেকে যদি ছোট হয়ে কাজ করতে শেখে, সংগঠনের নিচু তলায় কীভাবে কাজ করতে হয় তা শেখে, তবেই একমাত্র তারা নিজেরাও বড়

হতে পারবে, বড় কিছুর জন্মও দিতে পারবে। এ কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। ... যে সত্যিকারের বড় মানুষ, সেই তার থেকে ছোট একজন লোকের অধীনে কাজ করতে পারে শান্তভাবে, শান্ত মেজাজে, খুশি মনে। একজন সাধারণ স্তরের মানুষ এভাবে কাজ করতে পারে না, কারণ তার অহমে লাগে, মিথ্যা মর্যাদায় লাগে। আর যে সত্যিকারের বড় মানুষ, উদ্দেশ্যটা তার কাছে পরিষ্কার। সে জানে, কাজের জন্যই তার দরকার — পার্টির যেকোনও কাজ, কাজই তার মূল লক্ষ্য। সেজন্যই বলছি, ছোট হয়ে বড় হওয়ার চেষ্টা করুন। এ যদি নেতারা শেখেন, তাহলে নেতৃত্ব নিয়ে কোনও কোন্দল দেখা দিতে পারে না।

... এমন অনেক নেতা আছেন, একদিন যাঁদের অধীনে আমি কাজ করেছি, যাঁরা আমাকে নির্দেশ দিতেন, একদিন হঠাৎ আমি আবিষ্কার করলাম যে, আমি তাঁদের নেতা হয়ে গেছি এবং তা কোনও আইন করে নয়, কোনও কমিটি বা পার্টিবডি-তে সিদ্ধান্ত নিয়ে নয়, স্বাভাবিক নিয়মে তাঁদের নেতা হয়ে গেছি — কখন হয়েছি তাঁরাও জানেন না, আমিও জানি না। ... কারণ, আমি তাঁদের মানতাম, শ্রদ্ধা করতাম, তাঁদের অধীনেই কাজ করতাম। ... কাজটা আরও ভাল করে, সুন্দর করে করা নিয়ে বিরোধ হয়েছে, তর্কাতর্কি হয়েছে। কিন্তু কখনও মনে হয়নি যে, যাঁরা নেতৃত্বে আছেন, তাঁরা অযোগ্য ব্যক্তি। আমি তো নেতৃত্ব নিয়ে লড়াই করতে আসিনি। আজ যদি নেতা হয়ে থাকি, তাহলে আমার একথাটা বিশ্বাস করবেন যে, নেতা হওয়ার জন্য লড়িনি বলেই নেতা হয়েছি — বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য, অন্য কোনও কিছুর জন্য নয়।

... দু'ধরনের মানুষ আছে। একদল মানুষ সমস্যার সামনে কুঁকড়ে যায়, আর একদল সমস্যাকে মোকাবিলা করতে পারে — তারা সমস্যাকে সঠিক রাস্তায়, বিপ্লবী রাস্তায় সচেতন মানুষের মতো মোকাবিলা করে। এই রাস্তাটা কী? না, সমস্যা যত আসবে, তা নিরসনের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তত ধারালো হবে, তত আমি মানুষকে ভাল বুঝতে শিখব, মানুষের কোথায় দুর্বলতা — তার উপলব্ধি ততই আমার গভীর হবে। ...আমরা, সচেতন বিপ্লবী কর্মীরা, সমস্যাকে ভয় পাই না। আমরা তো সমস্তরকম সমস্যাকে মোকাবিলা করার জন্য সর্বদা তৈরি। শুধু তাকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করা, মানুষের মতো মোকাবিলা করাটাই হচ্ছে আমাদের কাছে সমস্যা। ... বিপ্লবী জীবন সংগ্রামের জীবন। এখানে জড়ত্ব নেই, নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন নেই। ... বিপ্লবী জীবনের মর্মবস্তু হচ্ছে সংগ্রাম ও সমস্যার মধ্যে আনন্দ পাওয়া, সমস্যাহীন জীবন হল বন্ধ্যা।

....দলের স্তরে স্তরে যোগ্য নেতৃত্ব কী করে প্রতিষ্ঠা করা যায় — এ সমস্যা নিয়ে আমরা সবসময়ই আলোচনা করতে পারি। কিন্তু দেখা দরকার, যোগ্য নেতৃত্ব নিয়ে আমার ভাবনা আমার ব্যক্তিগত বিক্ষোভ থেকে গড়ে উঠছে কি না। তাহলে ওই বিক্ষোভটাই তোমার সমস্যা, বিপ্লবটা তোমার প্রধান চিন্তা নয় ! এই সমস্যার প্রাণকেন্দ্র হল, আমি নেতৃত্বে স্থান পাইনি, আমি নেতৃত্বে নেই, তাই নেতৃত্ব যোগ্য কি না, তা নিয়ে আমি বারবার প্রশ্ন তুলি। ... প্রকৃত বিপ্লবীর কাছে মূল প্রশ্নটা নেতৃত্বে নিজের জায়গা করা নয়, দলে স্তরে স্তরে যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা। তাহলে আপনারা বিক্ষোভ থেকে নয়, বাস্তব ঘটনা ও সঠিক যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুলুন। ... যে প্রকৃত মানুষের মতো চিন্তা করে, যার ভিতরে সম্মানবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ উঁচুদরের, বাইরের কেউ তাকে নষ্ট করে দিতে পারে না। মেরে তো আর সবকিছু গুঁড়িয়ে দেওয়া যায় না। শত অত্যাচার করেও তো বিপ্লবকে ধ্বংস করা যায়নি। তার আসল কারণ, বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে একটা সীমাহীন মর্যাদাবোধ কাজ করে। আপনি যদি একজন প্রকৃত বিপ্লবী কর্মী হন, তাহলে আপনি যদি নিজেই কোনও অন্যায় করেন, তবে তার দ্বারা আপনিই আপনাকে অসম্ভ্রম করেন। বাইরের লোক আপনাকে কি অসম্ভ্রম করবে ? ... বাইরের লোকলজ্জা একজন বিপ্লবীর কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় না। নিজের ভিতর থেকে লজ্জাটাই আসল কথা। এটাই একজন বিপ্লবীর প্রধান শিক্ষা হওয়া উচিত। এই বোধটি যদি সমস্ত কর্মীরা পান, তবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর হয়ে যায়।

বিপ্লবী রাজনৈতিক শিক্ষাকে জনগণের সামনে সঠিকভাবে উপস্থাপনা করতে হবে

জনসাধারণের সংগ্রামমুখীনতা ও আমাদের দল সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে — আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তি সত্ত্বেও — তার সাথে দলের সমস্ত কর্মী ও নেতাদের উদ্যোগকে যদি মেলাতে পারেন, আপনারা যদি আপনাদের রাজনৈতিক চেতনা, আলাপ-আলোচনা, কাজের পদ্ধতিকে উন্নত করতে পারেন, দলের মুখপত্রের প্রচার বাড়াতে পারেন, তবে দলের অগ্রগতির পক্ষে অপূর্ব সুযোগ আমাদের সামনে রয়েছে। কর্মীদের শিখতে হবে, কী করে যেকোনও আলোচনাকে দলের মূল রাজনৈতিক বক্তব্যের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। মূল তত্ত্বগত বক্তব্য তিনটি ঃ মূল শত্রু পুঁজিবাদ এবং তাকে উচ্ছেদ করতে হবে ; এই উচ্ছেদের মূল রাজনৈতিক লড়াইয়ে কৃষি ও শিল্পের সর্বহারাশ্রেণি শহর ও গ্রামের আধা-সর্বহারা ও

নিম্নবিত্তদের সাথে ঘনিষ্ঠ মৈত্রী গড়ে তুলবে। আর, এই লড়াইয়ে জয় নির্ভর করছে মেকি মার্কসবাদী ও মেকি বিপ্লবীদের রাজনৈতিকভাবে পরাজিত করা ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারার উপর। .... কখন শ্রমিকশ্রেণি প্রকৃত বিপ্লবের পথে এগোতে পারবে ? যখন সে মেকি বিপ্লবীদের প্রভাব থেকে মুক্ত, যখন সে আপসকামী শক্তিদের, মেকি মার্কসবাদীদের, ভেকধারী মার্কসবাদীদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্ত আন্দোলনে পরাস্ত করতে পেরেছে। কারণ, এই আপসকামী শক্তিগুলো জনসাধারণের মধ্যে, গণআন্দোলনের মধ্যে, বিপ্লবী লড়াইয়ের ফ্রন্টে অবস্থান করে। এইরকম পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রশ্নটি বারবার দেখা দেয়। এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী দল যখন নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়, তখন বিপ্লবের গতিবেগকে কেউ রুখতে পারে না। কিন্তু যতদিন এই আপসকামী শক্তিগুলোকে রাজনৈতিক দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর শক্তিতে পরিণত করা না যায়, ততদিন তারা যুক্ত আন্দোলনে একটা বিরাট বাধা। এই যে মূল কথা, তাকে ভাল করে বোঝা এবং সমস্ত বক্তব্যের মধ্যেই এই কথা ঠিকমত উপস্থাপনা করতে পারা — এর নাম হল রাজনৈতিক বক্তৃতা, রাজনৈতিক লেখা, এই হল সঠিক রাজনৈতিক চেতনা, শ্রেণি সচেতন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আলোচনা। প্রতিটি কর্মী ও নেতা তাঁদের প্রাত্যহিক কাজ, লেখা, আলাপ-আলোচনা ও বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যদি এই মান উপযুক্তভাবে আয়ত্ত করতে পারেন, তাহলে যতটুকু শক্তি আমাদের আছে, আমরা সেই শক্তিকে সন্নিবিষ্ট করে দলের অগ্রগতি অন্তত বিশগুণ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। ... সেই পরিস্থিতিতে আমাদের দল নেতৃত্বকারী ভূমিকায় যেতে পারবে — কেবল আদর্শগতভাবেই নয়, দ্বন্দ্বগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে, পরিচালনা করে পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটানোর মতো জায়গায় যেতে পারে। এই অবস্থায় গেলে ভারতবর্ষের বিপ্লব, যার 'অবজেকটিভ কন্ডিশন' তৈরি হয়েই আছে — তা একটা কার্যকরী বাস্তব আন্দোলন হিসাবে জন্ম নিতে পারবে।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঃ দলের আদর্শগত-রাজনৈতিক নেতৃত্বে ব্যক্তিগত ও যৌথ উদ্যোগ বাড়াতে হবে

একদিকে কংগ্রেস আমাদের সাংগঠনিক দিক থেকে ধ্বংস করতে চাইছে, অন্যদিকে সমস্ত 'বাম শক্তিগুলো' সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বে আমাদের উপর আক্রমণ হানছে। এমন একটা সময়ে শাসকশ্রেণির ফ্যাসিবাদী আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে জনতার আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের একাই বহন

করতে হবে। শ্রেণিসচেতন কর্মীরা গণসংগ্রাম গড়ে তোলার বাস্তব প্রক্রিয়াটা জানেন। আমাদের কমরেডদের কাজ হচ্ছে, সংগ্রামের এই প্রক্রিয়ায় মেকি বামপন্থী সুবিধাবাদী আঁতাতের বিরুদ্ধে তীব্র ও কার্যকরী আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করে এইসব আঁতাতের সুবিধাবাদী চরিত্র জনতার সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়া এবং জনতাকে আদর্শগত-সংস্কৃতিগত ভাবে আবেগের সাথে এই আন্দোলনে যুক্ত করা।

... সকল পার্টিগুলো এমনকি তকমা লাগানো বামপন্থীরা পর্যন্ত এস ইউ সি আই-কে বিচ্ছিন্ন করার একটা ষড়যন্ত্র করছে। তাঁরা চাইছেন, এস ইউ সি আই তাঁদের ইলেকশন-সর্বস্ব দুষ্ট রাজনীতির কাছে বশ্যতা স্বীকার করুক। ... আমরা এইসব 'বামপন্থী' দলগুলোর সম্মিলিত চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে পারি না। এস ইউ সি আই-এর চরিত্র তাঁরা বুঝতে পারেননি। তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, এটা নির্বাচনী দল নয়। গণআন্দোলন চলতে চলতে নির্বাচন এসে গেলে এই দল নির্বাচনে লড়ে ঠিকই। কিন্তু নির্বাচনে হারলে এই দলটা ভাঙে না, নির্বাচনে হেরে দলটা বাড়ে। এই দলের কর্মীরা তৈরি হয়েই আছে যে, নির্বাচন যখন লড়বে, তখন লড়বে বাঘের মতোন — কিন্তু হারবার জন্য তৈরি হয়েই লড়বে। নির্বাচনের কী ভয় তাঁরা এই দলকে দেখাচ্ছেন যে, তার জন্য মূল রাজনীতি এই দল ছেড়ে দেবে ?

একটা বিপ্লবী দল কেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে

অনেক কমরেড প্রশ্ন করেন ঃ নির্বাচনে যখন কারচুপি হচ্ছে, তখন নির্বাচনে আমাদের অংশগ্রহণ করার দরকার কী ? তাঁরা বোঝেন না যে, এই প্রশ্নটির মধ্যেই তাঁদের ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তিটি লুকিয়ে আছে। আসলে তাঁদের এই প্রশ্নের মানে করলে যা দাঁড়ায়, তা হল, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের যখন জিততে দেওয়া হবে না, তখন নির্বাচনে লড়ে কি লাভ ? না, এই চিন্তা ঠিক নয়। আমরা নির্বাচনে আছি, কারণ একটা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংসদীয় রাজনীতির উত্তাপ জনমনকে গ্রাস করে। কিন্তু কতদিন আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব ? যতদিন না বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটা বিপ্লবী দল উপযুক্ত শক্তি অর্জন করছে, জনতাকে ন্যূনতম রাজনৈতিক চেতনায় শিক্ষিত করতে পারছে, ততদিন নির্বাচন সহ যেটা ঘুরে ঘুরে আসে, বিভিন্ন গণআন্দোলনকে মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের পরিপূরক করে গড়ে তুলতে হয়।

আমি আগেও বলেছি, যতদিন বিপ্লব না হয়, জনতা ইলেকশন চাক বা না

চাক, পছন্দ করুক আর নাই করুক, ভাল লাগুক, মন্দ লাগুক, জনতাকে টেনে আনা হয়, জনতা এসে যায়। বিপ্লব মানে হল, যখন জনতা বুঝে ফেলেছে — ইলেকশনের প্রয়োজনীয়তা নেই, যখন এই চেতনার ভিত্তিতে জনতা সংগঠিত হয়ে গেছে এবং সংগঠিতভাবে ইলেকশন বর্জন করছে — 'নেগেটিভলি' বর্জন করছে না, 'পজিটিভলি' তারা 'আপরাইজিং' করার জায়গায় চলে গেছে — যখন সে বলে, 'না, ইলেকশন নয় — ক্ষমতা দখল', তখনই একমাত্র ইলেকশন অকার্যকরী হতে পারে, না হলে ইলেকশনে জনতা বারবার ফেঁসে যায়। আর, জনতার সঙ্গে থাকবার জন্য বিপ্লবী হোক, অবিপ্লবী হোক, সকলকেই ইলেকশনে যেতে হয় — সত্যিকারের বিপ্লবীকেও যেতে হয়।

আমাদের দেশেও যদি পুঁজিবাদকে সংহত হতে না দিয়ে ও সংসদীয় রাস্তায় না গিয়ে স্বাধীনতার পর আর একটা বিপ্লব ঘটে যেত —সোভিয়েট রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবে যেমন ঘটেছিল — তাহলে জনতার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বর্তমান স্তরটি অনুপস্থিত থাকত। সোভিয়েট রাশিয়ার বলশেভিক পার্টি সেই অবস্থায় ছিল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরেই তারা জনতার নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার মজুর-চাষির 'সোভিয়েট'গুলো গড়ে তুলতে পেরেছিল। আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'বামপন্থী'রা এই কাজটি করতে পেরেছিলেন কি ? স্বাধীনতা আন্দোলনে বুর্জোয়া নেতৃত্বকে বিচ্ছিন্ন করার প্রশ্নটি দূরে থাক, আমাদের দেশের সমাজতন্ত্রী, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টরা বরং তাদের সঙ্গে মিলে 'জাতীয় ফ্রন্ট' গড়েছিলেন। বুর্জোয়াশ্রেণির 'ইন্‌স্টেবিলিটি'কে 'প্যারালাইজ' করার তাঁদের কোন রণনীতিই ছিল না। এর ফলে এদেশে মজুর-চাষী জনতার সোভিয়েটগুলো গড়ে ওঠেনি, বুর্জোয়াশ্রেণি সহজেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে। একারণেই আমাদের দেশে রাশিয়ার মতো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একসঙ্গে জুড়ে (ইন্টারওভেন) হয়নি এবং একটির থেকে অন্যটিতে উত্তরণ ঘটানো যায়নি। তাই আমরা আজও সংসদীয় গণতন্ত্রের স্তরেই রয়ে গেছি।

এইরকম একটা অবস্থায়, যেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা সংসদীয় গণতন্ত্র গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছে, সেখানে জনসাধারণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যত বিক্ষোভই মাথাচাড়া দিক না কেন, তার দ্বারাই তারা সংসদীয় রাজনীতি বা নির্বাচন বর্জন করে না। এই নির্বাচন বর্জনটা বর্জনের জন্যই বর্জন নয় — 'পজিটিভ' কিছু করার জন্য। এই পরিস্থিতিতে আমরা যদি নির্বাচন বর্জন করি, এবং জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু নিজেদের মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ থাকি, অথবা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বর্তমান স্তরকে নিঃশেষ করার আগেই প্রচলিত আইনের

চোখে 'বে-আইনি' বিপ্লবী লাইন অনুসরণ করার চেষ্টা করি, তবে তার দ্বারা বিপ্লব আসবে না।

সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বে 'বামপন্থী'দের চরম সুবিধাবাদী রাজনীতি

আমাদের দেশের 'বামপন্থী' নেতারা হলেন এমন জাতের নেতা যে, বাইরে তাঁরা ঘোর কংগ্রেস বিরোধী, তলে তলে সেই কংগ্রেসের সাথেই তাঁদের বোঝাপড়া। তাঁরা ভিতরে ভিতরে ইন্দিরাজিকে বোঝান যে, বাইরে তাঁর বিরুদ্ধে না বললে এবং তাঁর প্রশংসা করলে তাঁরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়বেন কী করে ? কিন্তু কেন্দ্রে ইন্দিরাজি নিশ্চিন্ত থাকুন। সবচেয়ে বিপজ্জনক হল, তাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে একদিকে সংশোধনবাদী সোভিয়েট নেতৃত্ব এবং সি পি আই-এর সাথে, অন্যদিকে কংগ্রেসের সাথে বোঝাপড়ায় এগোচ্ছে।* সি পি আই (এম) কংগ্রেস থেকেও আজ প্রধান শত্রু মনে করে এস ইউ সি আই-কে। কারণ, সে বোঝে, এই এস ইউ সি আই-ই তার চালাকির রাজনীতির কবর খুঁড়ে দেবে। এস ইউ সি আই শুধু কংগ্রেসের নয়, বামপন্থার আলখাল্লা পরা সমস্ত মেকি সমাজতন্ত্রীদের নক্সা খুলে দেবে। কারণ, এর মধ্যেই রয়েছে বিপ্লবের বীজ।

শাসকশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি

... আমরা সংগঠনগতভাবে, কর্মক্ষমতায়, বিপ্লবী প্রত্যাঘাত হানার প্রশ্নে, অর্থাৎ পার্টিগতভাবে এখনই কোনও বিপদ বুর্জোয়াদের সামনে উপস্থিত করেছি — এমন চিন্তা অবাস্তব, অলীক কল্পনা। তাহলে তাদের তো ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। অথচ ইতিমধ্যেই তারা হুঁশিয়ার হয়ে উঠেছে, এখনই আমাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখছে। বিভিন্ন ঘটনা ও লক্ষণ থেকে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে বুর্জোয়ারা পুরনো নীতি পরিবর্তন করেছে। তাদের মনোভাব আগে ছিল যে, বিপ্লবী বলে কোনও দলকে বুঝলে, যার শক্তি নেই, তাকে অবজ্ঞা করো, গুরুত্ব দিও না। কিন্তু রাশিয়া ও চীনের বিপ্লব তাদের হতচকিত করে দিয়েছে। তাই আজ তাদের মনোভাব হল, না, যাদের বিপ্লবী দল বলে যথার্থ মনে কর, তাদের ছোট বলে অবজ্ঞা করো না, সাধ্যমতো চেষ্টা কর যাতে তারা বাড়তে না পারে। তাই আজ একটা বিপ্লবী দল ন্যূনতম 'পাবলিসিটি'ও পায় না এবং এমনকি গণআন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে

* সম্ভাব্য যুক্তির সাহায্যে ১৯৭৫ সালে কমরেড ঘোষ যা বলেছিলেন, আজ তা প্রকাশ্যেই ঘটছে।

শাসকদলবিরোধী সংসদীয় বিরোধী দলগুলো পর্যন্ত যে সুযোগ পায়, বিপ্লবী দল যেন সেই সুযোগটুকুও না পায়, সেই চেষ্টাই তারা করে।

সুতরাং চারদিক থেকে আমাদের দলকে যে কোণঠাসা করার চেষ্টা হচ্ছে, এটা পরিষ্কার। স্তরে স্তরে আমাদের দলের কর্মীরা হয়তো পরিস্থিতিকে এইভাবে উপলব্ধি করেন না, করলে পরিস্থিতির গুরুত্বটা ঠিকমতো উপলব্ধি করতেন এবং দায়িত্বটাও তেমনভাবে পালন করতেন।

অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি

...বুর্জোয়াদের আক্রমণাত্মক মনোভাব ও সমস্ত দিক থেকে আমাদের কোণঠাসা করার চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা যদি অসুবিধা ও বাধাকেই বড় করে না দেখি, বরং তারা আমাদের পথে যে বাধা সৃষ্টি করতে চাইছে, রাজনীতিগতভাবে তার তাৎপর্যটা বুঝতে পারি, তবে একথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে, সময়টা আমাদের পক্ষে খুব খারাপ। একদিকে কঠোর বাধা, অন্যদিকে জনমানসে পার্টি সম্বন্ধে আগ্রহ, পার্টির সম্মান, পার্টির রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রতি ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ — এগুলিকে যদি সামনে রাখি, ঠিক ঠিক বুঝি, তাহলে পার্টির বিস্তৃতির পরিবেশ অর্থে এই সময়টা আমাদের পার্টির ইতিহাসে সবচেয়ে ভাল সময়, সবচেয়ে সুন্দর সময়। অর্থাৎ, বর্তমান পরিস্থিতির যদি আমরা উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করতে পারি, তাহলে তুলনামূলকভাবে অতীতের সমস্ত সময়ের থেকে এটা খুব ভাল সময়।

বামপন্থী মনোভাবাপন্ন জনসাধারণের যে অংশটা সমস্ত বামপন্থী দলের কর্মী-সমর্থকদের সম্মিলিত শক্তির চাইতেও অনেক বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাঁদের মধ্যে এস ইউ সি আই সম্পর্কে একটা 'ভাল ধারণা' এখন কাজ করে। এই ভাল ধারণা মানে তাঁরা এস ইউ সি আই-এর রাজনীতিটা যে কী, সেটা সঠিকভাবে বোঝেন বা এই দল সম্পর্কে সব খবর রাখেন, তা নয়। কিন্তু অন্যান্য দলের সঙ্গে আমাদের দলের নেতা ও কর্মীদের আচার-আচরণ তুলনা করে, তাদের বক্তৃতা ও আলোচনা শুনে — আমাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিরোধীদের গল্পকথা, কুৎসা ও যাবতীয় অপপ্রচার সত্ত্বেও — জনসাধারণ মনে করেন, এই একটা পার্টি যেটা সৎ ও নিষ্ঠাবান। তাঁরা আমাদের রাজনীতির সাথে ভালরকম পরিচিত নন — এটা আমাদেরই একটা গুরুতর ত্রুটি। তবুও তাঁদের ধারণা আমরা একটা বামপন্থী দল, একটা বিপ্লবী দল। বিপ্লব বলতে আসলে কী বোঝায় তাঁরা সেটাও যেমন জানেন না, তেমন এস ইউ সি আই কি ধরনের বামপন্থী দল তাও তাঁরা ঠিকমতো বোঝেন না। কিন্তু আমরা যে একটা বামপন্থী, বিপ্লবী ও মার্কসবাদী-

লেনিনবাদী দল, এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে আর কোনও বিভ্রান্তি নেই। এর মূল্যও কম নয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এই প্রশ্নটা নাড়া দেয়, 'এই দলটা কিছু করতে পারবে কি ? সেরকম শক্তি আছে কি ? আর কতদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ?' তাঁরা বলেন, 'এদেশে সব প্রচেষ্টাই জলে গেছে ! আপনারাও ব্যর্থ হবেন ! এদেশে সবাই পচে গেছে।' আমাদের দিকে তাঁরা দৃষ্টি ফেরাচ্ছেন, কিন্তু একটা হতাশার সুরও তার সাথে মিশে থাকছে।

ব্যাপক জনতাই কেবল আমাদের বক্তব্য শুনতে চাইছেন, তা নয়। অন্যান্য দলের কর্মী-সমর্থকরা, যাঁরা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের দলের রাজনীতির বিরোধী, তাঁদের উপরও আমাদের রাজনীতির একটা প্রভাব পড়ছে। সমস্ত লক্ষণ এটা বলছে।

ব্যক্তিগত ও যৌথ উদ্যোগ বাড়ান

এইরকম একটা সন্ধিক্ষণে আমাদের শক্তিকে সংহত করতে হবে — প্রতিটি কমরেডকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিতে হবে, রাজনৈতিক চেতনা এবং ব্যক্তিগত ও যৌথ কাজের পদ্ধতি উন্নত করতে হবে। কাজের ধরন, কর্মপদ্ধতি, অন্যান্যদের সঙ্গে কোনও 'বডি'-তে থেকে কাজ করার যোগ্যতা এসবই সময়োপযোগী করা দরকার, যাতে কাজের গতি বাড়ানো যায়। কিন্তু এটা করব শুধু মনে মনে ভাবলে চলবে না। এই করব কথাটার অর্থ হচ্ছে, এটা করবার জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগ ও সমস্তরকম প্রস্তুতি গড়ে তোলার একটা আন্দোলনের বন্যা সংগঠনের মধ্যে বয়ে যাওয়া দরকার।

রাজনৈতিক উদ্যোগ বাড়ান, রাজনৈতিক উদ্যোগকে সামনে নিয়ে আসুন। এমনকি যেখানে আপনি সংগঠনগতভাবে দুর্বল, সেখানেও এগিয়ে এসে নিজের মাথা খাটিয়ে সাহসের সাথে জনগণের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিন, তা সংগঠিত করার চেষ্টা করুন। পার্টির নীতি, আদর্শ, দলের পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল রণনীতি ও রণকৌশল — তার সঙ্গে জনতার আন্দোলনের সংযোগ সাধন করুন, সেই অনুযায়ী আন্দোলনগুলো পরিচালনা করুন। ... দল আপনাকে কী কর্মসূচি দেবে, তার জন্য অপেক্ষা করবেন না। এগিয়ে যান, উদ্যোগ নিন — জনসাধারণ আপনার সঙ্গে আছে। জনতার সঙ্গে মিশুন, অফিস-কাছারি, পাড়ায় যেখানেই আছেন, জনতার সঙ্গে থাকুন, তাদের নিয়ে যেকোনও ধরণের সংগঠন গড়ে তুলুন। আপনার ভদ্র মার্জিত ব্যবহার, চরিত্রের মাধুর্য ও গুণাবলির দ্বারা মানুষকে আকৃষ্ট করুন। ধৈর্যের সাথে এইসব সংগঠনে থাকুন এবং নেতৃত্ব দিন।

দলের কর্মকর্তাদের প্রতি আমার নির্দেশঃ কর্মীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ বাড়াতে সাহায্য করুন — শৃঙ্খলাহীনভাবে নয়, সুপরিকল্পিতভাবে কর্মীদের মাথা খাটিয়ে কাজ করতে উৎসাহিত করুন। কমরেডদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ বাড়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে, এমন কিছু করবেন না। যেটুকু করতে হবে, সেটা হল, কোথায় তার ভুল হল, সেটা দেখিয়ে তাকে শুধরে দিতে হবে, কিন্তু কিছুতেই তার উদ্যোগকে দমিয়ে দেওয়া চলবে না। পার্টির মূল রাজনৈতিক লাইন সম্বন্ধে সঠিক উপলব্ধি তারা একদিকে আয়ত্ত করতে থাকুক, আর একদিকে সেই পার্টি লাইনকেই প্রয়োগ করার জন্য জনগণের সংগ্রামকে তাদের ধারণা অনুযায়ী যেমনভাবে সংগঠিত করতে চায়, তাদের তেমনভাবে সংগঠিত করার সুযোগ দেওয়া হোক।

আমাদের ঘাটতিটা কোথায় ? তেমন উপযুক্ত শিক্ষিত কর্মী আমাদের প্রয়োজন অনুপাতে কম। যাদের উদ্যোগ আছে, যারা জনসাধারণকে নেতৃত্ব দিতে পারে এবং সাথে সাথে দলের রাজনীতি সমস্তপ্রকার বিভ্রান্তি ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারের বিরুদ্ধেও পরিষ্কার করে তুলে ধরতে পারে।

আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব নয় — রাজনৈতিক নেতৃত্ব চাই

আমলাতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতির দোষগুলো এখনই দূর করা দরকার। আমাদের 'ব্যুরোক্রেটিক' নেতৃত্বের প্রয়োজন নেই — রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজন। এই রাজনৈতিক নেতৃত্ব উন্নত করতে গিয়ে 'রুটিন ওয়ার্কে' কিছু ব্যাঘাত ঘটতে পারে। একথার মানে এ নয় যে, আমাদের কোনও 'সিস্টেম' থাকবে না। রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতার প্রমাণ হল, আপনি সিস্টেমও রাখতে পারেন, আবার সাথে সাথে প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক নেতৃত্বও দিতে পারেন।

কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ হচ্ছে, ইউনিট যা বলছে, কেবলমাত্র তার ভিত্তিতেই কাজ না করা। ইউনিট যা বলবে, নেতৃত্ব তাই করবে — এ হল প্রচলিত আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র। বিপ্লবী দলে নেতৃত্বের কেন্দ্রিকতার ধারণা এমন নয়। নেতৃত্বের নিজের ধারণাকে উন্নত করার জন্য ইউনিট থেকে 'সাজেশনস' চাওয়া এক কথা, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, ইউনিট যা বলবে, তার পিছনে পিছনে নেতৃত্বকে চলতে হবে। ইউনিটের গতানুগতিক ধারণা, তাদের অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা — প্রদেশ, জেলা ও তার নিচে সর্বস্তরের নেতৃত্বের অর্জন করা দরকার। পার্টির মধ্যে এটা একটা চর্চার বিষয়

হিসাবে গড়ে তোলা দরকার। অন্যের উপর দোষ চাপানো নয়, বরং অন্যকে সাহায্য করা, নিজের পক্ষে যুক্তি করা ও সাফাই দেওয়া নয়, বরং নিজের ভুলটাও দেখতে শেখা ও তাকে শোধরানো — পার্টি বডিগুলিতে এসব বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনা-সমালোচনা হওয়া দরকার।

আমাদের অবশ্যই ভাল 'প্রোপাগান্ডিস্ট' (প্রচারক) হতে হবে। 'প্রোপাগান্ডা' এক ধরনের আর্ট — শিল্প। বড় বিপ্লবী না হলে, নিয়ত বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখীনতা সম্পর্কে সচেতন না থাকলে ভাল প্রোপাগান্ডিস্ট হওয়া যায় না। কারণ, সেক্ষেত্রে একজন বুঝতে পারে না, কোন কথাটা কোন সময়ে কীভাবে তার বলা দরকার।

গণতান্ত্রিক পরিচালনপদ্ধতি ও উদ্যোগ সুনিশ্চিত করুন

উদ্দেশ্যহীন তর্কবিতর্কে অযথা সময় নষ্ট করবেন না। কমিটি মিটিংগুলোতে আলোচনাকে অকারণে দীর্ঘ করবেন না। কাজের কথা, অতি সংক্ষেপে একটি কথা না বাড়িয়ে, কীভাবে উপস্থাপনা করতে হয, বিভিন্ন পার্টিবডি'র মিটিংয়ে সকলকে আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েও সম্ভাব্য কত অল্প সময়ে কী করে আলোচনা শেষ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় — এসবই আমাদের শেখা দরকার।

জনসাধারণের সাথে দ্বন্দ্ব ও শত্রুর সাথে দ্বন্দ্বের চরিত্র এক নয়

আমাদের সাথে শত্রুর যে দ্বন্দ্ব এবং দলের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যে দ্বন্দ্ব — এই প্রশ্নে বহু কমরেড প্রায়শই গোলমাল করে ফেলেন। আমাদের দলের প্রতি বিশ্বাস ও সমর্থন থাকা সত্ত্বেও কখনও কখনও জনসাধারণের কিছু কিছু আচরণ, দল সম্পর্কে সমালোচনা অনেকটা বিরোধিতার মতো মনে হয়। কেন এই দ্বন্দ্বগুলি দেখা দেয় এবং কীভাবে এগুলিকে 'হ্যান্ডল' (সমাধান) করতে হবে — এই জিনিসটা আমাদের কমরেডরা গোলমাল করে ফেলেন।

... জনগণকে নিয়ে আমরা যখন কাজ করি, তখন বিভিন্ন মানুষের স্তর অনুযায়ী তাঁদের আলাদা করতে আমরা ভুলে যাই। যাঁদের আমরা সরাসরি দলের কাজে আনতে পারব, তাঁদের তো আনবই। যাঁদের সরাসরি তা পারব না, তাঁদেরও টেনে আনবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। নানা ধরনের সংগঠনের মধ্য দিয়ে (যেখানে দলের সাংগঠনিক নেতৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া হবে না, কিন্তু আদর্শগত নেতৃত্ব থাকবেই) হাজার একরকম কাজে — যে কাজে তাঁদের আপত্তি নেই — আমরা তাঁদের যুক্ত করতে পারি এবং তার মধ্য

দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্রগুলিতে উন্নত রুচি-সংস্কৃতি ও দলের উন্নত আদর্শগত প্রভাব ফেলতে পারি। তাঁদের মধ্য থেকে কর্মী হিসাবে হয়তো দু'একজনকে পাব, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের সকলকে নিয়েই আমরা কাজ করব। এমন নয় যে, তাঁরা আমাদের দলের আদর্শ ও নেতৃত্ব সঠিকভাবে বুঝেছেন। আমাদের দলের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও মূল্যায়ন তাঁরা বুঝতে নাও পারেন। আবার দলকে সমর্থন করার সাথে সাথে তাঁরা হয়তো অনেক সময় কিছু উল্টোপাল্টা, অসংলগ্ন এবং এমনকি বিরোধী কথাবার্তাও বলে দিতে পারেন। কিন্তু কোন কমরেড যদি সেটি লক্ষ করে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করে ফেলেন যে, তাঁরা যখন নেতৃত্বকে খাটো করছেন, যোগ্য সম্মান দিচ্ছেন না, তখন তাঁরা সবাই পার্টিবিরোধী, পার্টির শত্রু, তবে সেইরকম সিদ্ধান্তে আসাটা হবে নেহাতই ভুল।

এইসব দ্বন্দ্বগুলিকে যথার্থ বুঝে মোকাবিলা করতে গিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কমরেড, এমনকি নেতারা পর্যন্ত অনেকসময় ভুল করে বসেন। তাঁরা ভুলে যান যে, নেতৃত্ব সম্পর্কে, দল সম্পর্কে বলবার সময় একজন শ্রেণিসচেতন কর্মী, একজন পুরনো কর্মীর কথায় যে 'টিউন' বা সুর আমরা আশা করি — নিচের স্তরের কর্মী, অথবা যারা সমর্থক স্তরে রয়েছে, সেইসব কমরেডদের কাছে, তাদের বুদ্ধি যাই থাক, তা আশা করা যেতে পারে না। যদি কেউ আমাদের সমালোচনা করে, তাহলে আমাদের যেটা দেখা দরকার, তাহল, কোথায় তার ভুল হচ্ছে, তার বিভ্রান্তিটা কোথায়। কিন্তু সাথে সাথে আমাদের এটাও দেখতে হবে যে, কেন সে একজন কর্মী বা নেতার সম্পর্কে সমালোচনা করছে। কারণ, আমাদের নিজেদের ত্রুটি ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আমরা চোখ বুজে থাকতে পারি না।

... অনেকসময় দেখা যাবে, দলের মধ্যেই কেউ — যে দলকে তিনি সমর্থন করেন, যে দলের নেতাদের তিনি মানেন — অজান্তেই হয়তো সেই দলের লাইনের বিরুদ্ধেই কথা বলে বসলেন। নেতাদের ক্ষেত্রে এটা গুরুতর অপরাধ। কিন্তু সাধারণ কর্মীর ক্ষেত্রে এটা একটা ভুল, এটা তাদের সঠিক চেতনার অভাবেরই প্রতিফলন। দলের সাংগঠনিক ক্রিয়াকর্ম ও আন্দোলনের সাথে তিনি যুক্ত নন বলেই এমনটি ঘটছে। এটা তাঁর উপলব্ধির ঘাটতিরই প্রকাশমাত্র। কাজেই জনগণকে তাদের স্তর অনুযায়ী বিচার করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা থেকেই ভ্রান্ত 'অ্যাপ্রোচ' ও দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নেয়, যা জনসাধারণকে রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করে। এর ফলে আমরা আমাদের কর্মক্ষমতাকে দুর্বল করি, আমাদের শক্তিকে দুর্বল করি।

এইসব ত্রুটিগুলি যদি এখনও আমাদের মধ্যে থাকে, তবে সেগুলোকে আমাদের শত্রুরূপেই দেখা উচিত — ব্যক্তিগতভাবে নিজের শত্রু মনে করে, দলের ও আন্দোলনের শত্রু মনে করে অবিলম্বে এইসব ত্রুটিগুলি দূর করতে হবে।

জনতার বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলুন

...রাষ্ট্রশক্তিই আসলে বর্তমানের শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাটাকে রক্ষা করছে। ... এই রাষ্ট্রশক্তির মূল তিনটি অরগ্যান বা স্তম্ভ, যার উপর এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে, তা হল, সৈন্যবাহিনী, বিচারবিভাগ এবং পুলিশ সহ আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা। ... নির্বাচনের মধ্য দিয়েই সরকার পাল্টানো হোক, 'ক্যুপ' করেই সরকার পাল্টানো হোক, অথবা অন্য কোনও প্রক্রিয়ায় পার্লামেন্টে দলবদল করেই সরকার পাল্টানো হোক — এই যে রাষ্ট্রের তিনটি অরগ্যান, যা একটা যন্ত্রের মতোন একটা বিশেষ ধাঁচায়, একটা বিশেষ রূপে, একটা বিশেষ ঢংয়ে গড়ে উঠেছে, তার পরিবর্তন হয় না।

... শত্রুপক্ষ বা বুর্জোয়াশ্রেণি গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে শুধু যে সরাসরি আঘাত করে, তা নয়, তারা আন্দোলনের মধ্যে নিজেদের এজেন্টও রাখে।

এইসব দল, বর্তমান পুঁজিবাদী শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাকে পাল্টে ফেলার জন্য যে কাজটা করা আসল দরকার, গণআন্দোলনগুলোর মধ্য দিয়ে শোষিত জনতার সংযুক্ত মোর্চারূপে বিপ্লবের উপযোগী জনগণের সংগ্রামের নিজস্ব হাতিয়ার শ্রমিক-চাষির সংগ্রামী গণকমিটিগুলি একেবারে নিচুস্তর থেকে উঁচুস্তর পর্যন্ত যেগুলি গড়ে তোলা দরকার, নানা অজুহাতে গড়তে বাধা সৃষ্টি করে। ... শাসকদলবিরোধী বিভিন্ন পার্টিগুলির মধ্যে ওপরে ওপরে যে বোঝাপড়া গড়ে ওঠে, তাকেই তারা জনগণের সংগ্রামী ফ্রন্ট বলে চালাবার চেষ্টা করে। ... গণআন্দোলনের মধ্যে এদের বিপ্লববিরোধী চতুর রাজনীতি ও বিশ্বাসঘাতক ভূমিকা উদ্‌ঘাটিত করে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে জনতার রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া যায় না।

জনতার এই রাজনৈতিক শক্তি বলতে বোঝায়, গ্রামে-গ্রামে ও শহরাঞ্চলে বিভিন্ন এলাকায় জনসাধারণ ও যুবশক্তিকে নিয়ে রাজনৈতিক ও সংগঠনগতভাবে সজাগ সংগ্রামশীল কমিটি গড়ে তোলা। এই কমিটিগুলিতে তারাই নেতৃত্ব দেবে যারা মাথা খাটিয়ে সমস্ত রকমের কাজ পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গণলাইনের ভিত্তিতে উদ্যোগ ও সৃজনশীল ক্ষমতা নিয়ে নিজেরাই সামাল দিতে পারে, ঝক্কি সামাল দিতে পারে। যারা জনতার ওপর

প্রভাব বিস্তার করে দাপটে নয়, পুলিশের শক্তির সাহায্যেও নয়, গুণ্ডামির সাহায্যেও নয় — করে স্বকীয় গুণ, ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব ও চিন্তা-ভাবনার দ্বারা, চরিত্রের দৃঢ়তার দ্বারা, সংগঠন শক্তির দ্বারা। যারা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে ধৈর্যের সাথে সমস্ত বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মোকাবিলা করে মূল কাজটি করে যেতে পারে।

আমি শোষিত জনতার বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলা বলতে সুনির্দিষ্টরূপে সংগ্রামের হাতিয়ারগুলো — সোভিয়েটের অনুরূপ বিপ্লবী কাউন্সিল বা গণকমিটিগুলোর অভ্যুত্থানের কথা বলছি, যা সঠিক মূল রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে সর্বহারাশ্রেণির প্রকৃত বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে জনতার যুক্ত আন্দোলনগুলোর মধ্য থেকে গড়ে উঠবে। এইভাবে যেসব কমিটি বা কাউন্সিলগুলো গড়ে উঠবে, তারা পুলিশ-মিলিটারি ও সরকারের প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালাবার মতো ক্ষমতা অর্জন করবে, শুধু তাই নয়, বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটানো ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ক্ষমতাও অর্জন করবে।

আমাদের উপর একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। আমরা কি আমাদের এই মহান দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারি ? আমাদের সামনে বিপ্লবের যে পথ উন্মুক্ত আছে, মানুষের মতোন বিপ্লবী সাহসিকতা ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সেই পথে আমাদের পদক্ষেপ করতে হবে। আসুন, এই বিপ্লবী দায়িত্ব গ্রহণ করবার মতো উপযুক্ত শক্তি অর্জনের সংগ্রামে আমরা সকলে মিলে সামিল হই।

একটি সর্বহারা বিপ্লবী দল ও তার কর্মীদের দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবী সংগ্রাম সংগঠিত করার জন্য বিপ্লবী যোগ্যতা, সর্বহারা রুচি-সংস্কৃতি অর্জনের জন্য জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে যে সংগ্রাম করতে হয়, এ সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের কয়েকটি আলোচনার কিছু অংশ নিয়ে এই রচনাটি সংকলিত করে প্রথম প্রকাশিত হয় দলের ইংরেজি মুখপত্র প্রেলেটারিয়ান এরা-র ১৯৮২ সালের ৫ আগস্টের সংখ্যায়। ১৯৮৬ সালে প্রথমে ইংরেজিতে ও পরে বাংলায় পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। যে আলোচনাগুলি থেকে সংকলিত হয়েছে, সেগুলি হল— ১) কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই একমাত্র সাম্যবাদী দল, ২) গণআন্দোলনের সমস্যা প্রসঙ্গে, ৩) স্টাডি সার্কেল — কলকাতা, ৩০ জুলাই, '৬৯, ৪) পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির বর্ধিত সভা, ২ জুন, ১৯৭৪, ৫) শিক্ষাশিবির — জয়নগর, ১৯৭৩, ৬) সাধারণ কর্মীসভা — ১০ নভেম্বর, ১৯৭৪।